দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 13 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা : কতিপয় বিব

অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির

গণশিক্ষা আর উচ্চশিক্ষা এ দেশে একাকার হয়ে গেছে— সংকটটি ঠিক কোন স্তরে তা নির্ধারণ করেই যা কিছু পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক। জাতীয় পঙ্গুত্ব সৃষ্টির মতো সৃজনশীল পদ্ধতি যেন আর একবার প্রবর্তন করা না হয় সেদিকে সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এইচএসসির পরের স্তর উচ্চশিক্ষা নামে অভিহিত। বর্তমানে পাসের হার আর সর্বোচ্চ রেজাল্ট জিপিএ-৫-ধারীদের সংখ্যা দিন দিন অনেক বাড়ছে। এ কারণে উচ্চশিক্ষা নামের বহু আকাঙ্ক্ষিত এ স্তরে নিজেদের স্থান করে নিতে মরিয়া শিক্ষার্থীরা; তার চেয়েও বেশি পেরেশানি তাদের অভিভাবকদের। এ উপলক্ষে এইচএসসি পরীক্ষার আগে বা পরে থেকেই চলে বিশাল কর্মযজ্ঞ। পত্রিকার পাতায় বড় বড় বিজ্ঞাপনে বিশাল ছাড় দিয়ে পরীক্ষা শুরুর আগেই নিজের আসন বুকিংয়ের বিজ্ঞাপন দেয় কোচিং সেন্টারগুলো। শিক্ষার্থীরা পারে তো এইচএসসি পরীক্ষার মধ্যেই কোচিংয়ের ক্লাস শুরু করে দেয়! কোনোমতে পরীক্ষা শেষ করেই শিক্ষার্থীরা ছোটে কোচিংপানে। সারা দেশের কয়েক লাখ শিক্ষার্থী রাজধানী বা বড় শহরগুলোতে ভিড় করে কোচিংয়ের জন্য। এর পর শুরু হয় ঘোড়ার আরেকটা রেস। সাধারণত অক্টোবর থেকে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। এর মানে এই সময় থেকেই শুরু হয় শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার রেস। এই সময়ে ভর্তি পরীক্ষার্থীদের খোঁজ নিলে দেখা যাবে, আজ কেউ রাজশাহীতে ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে। রাত পোহালেই হয়তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা জগন্নাথের পরীক্ষা। বিকালের শিফটের পরীক্ষা শেষ করে রাতের বাস বা ট্রেনে চেপে বসা ঢাকার উদ্দেশে। সারারাতের নির্ঘুম বা আধাঘুমের জার্নি শেষ করে সকালে আবার পরীক্ষার সিটে বসা। পরীক্ষার্থীর সঙ্গে বাবা-মা বা অভিভাবকদের ছোটাছুটি অথবা দুশ্চিন্তার ভোগান্তি।

আবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ভর্তি পরীক্ষাও হয় অদ্ভুত নিয়ম ও পদ্ধতিতে। কয়েক বছর আগেও কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে লিখিত পরীক্ষা ছিল। কোথাও বা এমসিকিউ। আবার এগুলোর মধ্যেও আছে নানা যোগ-বিয়োগের হিসাব-নিকাশ। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিটভিত্তিক পরীক্ষা, আবার ইউনিটেও রয়েছে বিভাগভিত্তিক পরীক্ষা। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার মেধা স্কোরের সঙ্গে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার নম্বর যোগ করা হয়। আবার কোথাও হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরমের মূল্যেরও রয়েছে রকমফের। বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক ২০০ থেকে ৫০০ বা তারও বেশি টাকা পর্যন্ত ফরমের মূল্য রাখা হয়। ঢাকা ও জগন্নাথ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের একবারই ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ দেয়। সবমিলিয়ে বৈচিত্র্যময় আইন-কানুনের সঙ্গে এ সময় শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের পরিচিত হতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কী জিনিস এই প্রথমবার টের পায় তারা।

মজার ব্যাপার আরও আছে। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে সর্বোচ্চ রেজাল্ট নিয়ে এসে শিক্ষার্থী পায় দর্শন, ফোকলোর বা নাটক ও নাট্যতত্ত্বের মতো বিষয়। সারাজীবন যে ছেলেটি রসায়নে পড়ার স্বপ্ন দেখেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি তার ভাগ্যে ইসলামের ইতিহাসের মতো সাবজেক্ট জোটে, তাহলে তার মানসিক অবস্থা কেমন হতে পারে! দুবছর লেগে যায় তার স্বপ্নভঙ্গের ঘোর কেটে ধাতস্থ হতে।

গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষায় বাধ্য করতে এবার উদ্যোগ নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আচার্য (চ্যান্সেলর) রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। এ ধারাবাহিকতায় আগামী বছর থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হতে পারে। এ তথ্য জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ভর্তির জন্য প্রতিবছর লাখ লাখ শিক্ষার্থীকে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে বেড়াতে হয়। এতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের দুর্ভোগ এবং আর্থিক ও মানসিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি মেডিক্যাল কলেজের মতো করে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার উদ্যোগ নিলেও তা সফল হয়নি। জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দু-একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনীহার কারণে এ উদ্যোগ আলোর মুখ দেখছে না। বিষয়টি অনুধাবন করে গত ২ নভেম্বর ইউজিসি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যদের আহ্বান জানান। এর পর ১৪ নভেম্বর ইউসিজির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে গেলে সেই বৈঠকেও তিনি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার পরামর্শ দেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির নির্দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে যথাযথ উদ্যোগ নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ইউজিসির পক্ষ থেকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবদুল মান্নান জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বিতভাবে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। তার অভিপ্রায় মানেই নির্দেশ। তিনি খুব তাড়াতাড়ি এ বিষয় নিয়ে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। ইতোমধ্যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যরা এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন বলে জানান তিনি। বর্তমানে শুধু মেডিক্যাল কলেজগুলোয় সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় কয়েক বছর ধরে উদ্যোগ নেওয়া হলেও সফলতা আসেনি। অনেক আগে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অধীনে কুয়েট, চুয়েট ও রুয়েটে (সে সময় যথাক্রমে বিআইটি খুলনা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী নামে এগুলো পরিচিত ছিল) একযোগে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো।

সমন্বিত পদ্ধতির পরীক্ষায় মূলত একই প্রশ্নপত্রে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। কোনো শিক্ষার্থী যে কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিবন্ধন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে সুবিধামতো একটি স্থান বেছে নিতে পারবে। অর্থাৎ কেউ চাইলে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বসেই শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অথবা সিলেটে বসেই যবিপ্রবিতে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবে। কে, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আবেদন করেছে, সেই হিসাবে আলাদা মেধাতালিকা করা হবে। ফলাফল যাচাই ও ফল নির্ধারণ করা হবে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজেদের মানদণ্ড অনুযায়ী। এর মাধ্যমে যেমন শিক্ষার্থীরা পাবে সুবিধাজনকভাবে কোনোরকম ভোগান্তি ছাড়াই পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ, একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজেদের নিয়মনীতি ও ফল নির্ধারণের পদ্ধতির কোনোরকম পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়বে না। সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা সম্পর্কে ড. জাফর ইকবাল এর আগে বলেছিলেন, এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হলে সবচেয়ে বড় লাভ হবে ছাত্রছাত্রীদের। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা দেশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা পড়তে আসে, যার অর্থ সারা দেশ থেকে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসতে হয়। এ বছর তাদের কষ্ট অনেক কমে যাবে। সেই উত্তরবঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের কষ্ট করে সিলেট আসতে হবে না। তারা কাছাকাছি যশোর ক্যাম্পাসেই পরীক্ষা দিতে পারবে। ঠিক সে রকম সিলেট এলাকার কোনো ছাত্রছাত্রী যদি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায়, তাকে আর কষ্ট করে যশোর যেতে হবে না, তারা সিলেটে বসে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবে। একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো বিভাগের জন্য বিবেচিত হতে পারবে।

একই অভিমত সচেতন শিক্ষাবিদদেরও। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ভর্তি পরীক্ষা শেষ করতে সব মিলিয়ে ছয় থেকে আট মাস লেগে যায়। ভর্তিপ্রক্রিয়া শেষ করে ক্লাস শুরু করতে লেগে যায় আরও মাসদুয়েক। অর্থাৎ [...]কেরও বেশি সময় শিক্ষার্থ[...]কটি বা দুটি ভর্তি পরীক্ষা[...] করা যেত। সমন্বিত ভর্তি[...] সম্ভব হলে এর মাধ্যমে [...]পড়ায় ব্যয় করতে পার[...]। এর মাধ্যমে ভর্তি কার্য[...]যাবে। একটি মাত্র [...]াধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরী[...] এবং দূরবর্তী বিশ্ববিদ্যাল[...] এতে অভিভাবকদের [...]াংশে কমবে। সেই সঙ্[...]রতে সহায়ক হবে। [...]বছর এইচএসসি পরীক্ষ[...]ধ্যেই ভর্তি পরীক্ষা শে[...]কার। আবার একটাই [...]র্থীর সংখ্যা খুব বেশি [...]নেক বাড়ছে। একজন [...]য়ে মাত্র কয়েকশ সি[...]সই পরিমাণ পরীক্ষার্থী [...]সে বেশিসংখ্যক সিটে[...]র ওপর মানসিক চা[...]ক্ষা শেষ করে ক্লা[...]ক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ব[...]ত ভর্তি পরীক্ষা হলে[...]ব। এতে সেশনজট ক[...]ক বেশি এগিয়ে যাবে[...] সার্বিকভাবে সম[...]ও আছে। একেকটা [...]। নিজস্ব বাছাইপদ্ধ[...]া শিক্ষার্থী ভর্তি কা[...] ঘণ্টার মাত্র এক[...] পারবে, তা তো[...] শিক্ষার্থী আর দ্বি[...] সিস্টেমে ভর্তি [...] জটিলতা দেখা দে[...] ভর্তি পরীক্ষার স[...] তৈরি হবে কীভা[...] সব বিশ্ববিদ্যাল[...] জাহাঙ্গীরনগর বি[...] পরিকল্পনা বিভা[...] পড়তে চায়, [...] বিশ্ববিদ্যালয় [...] বিশ্ববিদ্যালয়ে [...] পছন্দমতো বি[...] সুযোগ থেকে [...] সমন্বিত একটা [...] ইউজিসি ও [...] পদ্ধতি প্রবর্তন [...] বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ[...] মহামান্য রাষ্ট্র[...] সময়োপযোগী ও [...] শিক্ষাব্যবস্থার মহ[...] বাস্তবায়ন করা [...] গবেষণায় একটি ক[...] করা উচিত। কিন্তু [...] প্রবর্তন করতে গিয়ে[...] মতো জ্ঞানবিহীন উচ্চ[...] হবে ভয়ঙ্কর সর্বনাশের[...] যথার্থ মেধাবী শিক্ষার্থী[...] পরীক্ষার ছাঁকনিটা দর[...]কার। উচ্চশিক্ষা এ দেশে একা[...] কোন স্তরে তা নির্ধারণ ক[...] আবশ্যক। জাতীয় পঙ্গুত্ব [...]দ্ধতি যেন আর একবার প্রবর্তন [...] দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

□ অধ্যাপক ড. শরীফ এনামু[...] বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন, সা[...] জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। skabir_ju@y[...]